গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিল্প মন্ত্রণালয়
আইন শাখা
৯১, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা
www.moind.gov.bd

নম্বর: ৩৬.০০.০০০০.০৫৯.০৪.০০৬.২০.১৪৫

তারিখ: ১২ বৈশাখ ১৪২৯
২৫ এপ্রিল ২০২২

বিষয়: ‘সাব-কন্ট্রাকটিং আইন, ২০২২’-এর প্রস্তুতকৃত খসড়ার উপর এ মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে ফিডব্যাক অপশনের মাধ্যমে মতামত সংগ্রহ।

উপর্যুক্ত বিষয়ে জানানো যাচ্ছে যে, শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক ‘সাব-কন্ট্রাকটিং আইন, ২০২২’ শিরোনামে আইন প্রণয়নকল্পে খসড়া প্রস্তুত করা হয়েছে। আগামী ১২ মে, ২০২২ তারিখের মধ্যে ‘সাব-কন্ট্রাকটিং আইন, ২০২২’-এর খসড়ার উপর জনসাধারণের লিখিত মতামত aslaw1@moind.gov.bd এ ই-মেইলে প্রেরণ করার জন্য এ মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটের নোটিশ বোর্ডে মতামত চেয়ে খসড়ার কপি আপলোড করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তি: খসড়া আইন ০৯ (নয়) পাতা

২৫/০৪/২০২২

(মোঃ আবু বকর সিদ্দিক)
সহকারী সচিব
ফোন:+ ০২-২২৩৩৫৫০১৫
E-mail: aslaw1@moind.gov.bd

সিস্টেম এনালিস্ট
শিল্প মন্ত্রণালয়, ঢাকা

অনুলিপি:

০১। উপসচিব, আইন অধিশাখা, শিল্প মন্ত্রণালয়, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা;
০২। সচিবের একান্ত সচিব, সচিবের দপ্তর, শিল্প মন্ত্রণালয় (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য);
০৩। অতিরিক্ত সচিব (নীতি, আইন ও আস) এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, শিল্প মন্ত্রণালয়, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা (অতিরিক্ত সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য);
০৪। অফিস কপি।

খসড়া

সাব-কন্ট্রাকটিং আইন, ২০২২

যেহেতু দেশের কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রহিয়াছে এবং যেহেতু চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার মাধ্যমে দেশে শিল্পায়নের গতি ত্বরান্বিত করার নিমিত্ত কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের অধিকতর বিকাশ সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল-

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।-

(১) এই আইন সাব-কন্ট্রাকটিং আইন, ২০২২ নামে অভিহিত হইবে;

(২) ইহা সমগ্র বাংলাদেশে প্রযোজ্য হইবে।

২। **সংজ্ঞা**।-বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোনো কিছু না থাকিলে, এই আইনে-

(ক) 'আইন' অর্থ সাব-কন্ট্রাকটিং আইন, ২০২২;

(খ) 'কর্তৃপক্ষ' অর্থ সরকার কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো কর্মকর্তা;

(গ) 'কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প' অর্থ বিদ্যমান জাতীয় শিল্পনীতিতে যথাক্রমে কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প হিসাবে সংজ্ঞায়িত শিল্প প্রতিষ্ঠান;

(ঘ) 'বিসিক' অর্থ The Bangladesh Small and Cottage Industries Corporation Act, 1957 (E.P. Act No. XVII of 1957) এর অধীন প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন (বিসিক);

(ঙ) 'বিধি' অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি; এবং

(চ) 'সাব-কন্ট্রাকটিং' অর্থ আইনের ধারা-৩ অনুযায়ী সংজ্ঞায়িত পদ্ধতি।

৩। **সাব-কন্ট্রাকটিং**।- বিদ্যমান অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন সাব-কন্ট্রাকটিং বলিতে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় বা বিভাগ বা সরকারি প্রতিষ্ঠান বা কর্পোরেশন বা কোম্পানি বা রাস্ট্রায়ত্ত শিল্প-কারখানা বা প্রকল্প বা ওয়ার্কসপ প্রভৃতির মধ্যে চুক্তি বা উপ-চুক্তি বা আন্তঃসংযোগ ব্যবস্থায় দেশীয় কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প কর্তৃক দেশে উৎপাদিত যন্ত্র বা যন্ত্রাংশ বা পণ্য ক্রয়ের জন্য প্রযোজ্য পদ্ধতিকে বুঝাইবে।

ব্যাখ্যা-কোন পণ্যে দেশীয় কোন কুটির বা মাইক্রো বা ক্ষুদ্র বা মাঝারি শিল্প কর্তৃক দেশের অভ্যন্তরে কমপক্ষে শতকরা ৫০ ভাগ মূল্য সংযোজিত হইলে তাহা দেশে উৎপাদিত পণ্য হিসাবে গণ্য হইবে।

৪। **সাব-কন্ট্রাকটিং বাস্তবায়ন**।-(১) তপশিলে উল্লিখিত মন্ত্রণালয় বা বিভাগ বা সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানসমূহ সাব-কন্ট্রাকটিং পদ্ধতি বাস্তবায়ন করিবে।

ড. এ, এফ, এম আমীর হোসেন
উপসচিব
শিল্প মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

(২) তপশিলে উল্লিখিত মন্ত্রণালয় বা বিভাগ বা সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানসমূহ তাহাদের ব্যবহৃত কিন্তু আমদানীকৃত যন্ত্র বা যন্ত্রাংশ বা পণ্যের প্রযোজ্য ক্ষেত্রে কমপক্ষে শতকরা ২৫ (পঁচিশ) ভাগ দেশীয় কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প কর্তৃক দেশে উৎপাদিত যন্ত্র বা যন্ত্রাংশ বা পণ্য ক্রয় করিবে।

(৩) সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, তপশিলে উল্লিখিত হয়নি এমন কোনো সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের নাম উহাতে অন্তর্ভুক্ত করিতে পারিবে।

৫। **সাব-কন্ট্রাকটিং তালিকাভুক্তিকরণ।**-(১) বিসিক দেশে স্থাপিত সম্ভাবনাময় কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পগুলিকে বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে সাব-কন্ট্রাকটিং এ তালিকাভুক্তি করিবে।

তবে শর্ত থাকে যে, অনুরূপ বিধি প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত প্রশাসনিক আদেশের দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে উক্তরূপ সাব-কন্ট্রাকটিং এ তালিকাভুক্তি করিবে।

(২) সাব-কন্ট্রাকটিং পদ্ধতিতে তালিকাভুক্তির জন্য কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পসমূহ নিম্নে বর্ণিত সত্যায়িত দলিলপত্র সরবরাহ করিবে:

(ক) প্রস্তুতকারক লাইসেন্স;

(খ) ট্রেড লাইসেন্স;

(গ) টিআইএন সার্টিফিকেট;

(ঘ) ভ্যাট সার্টিফিকেট (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে);

(ঙ) শিল্প প্রতিষ্ঠানটি ব্যক্তিগত মালিকানাধীন, অংশীদারদের দ্বারা চালিত অথবা পাবলিক লিমিটেড কিনা এই মর্মে দলিল-পত্রাদি;

(চ) বিসিকের নিবন্ধন পত্র;

(ছ) বিগত ২ (দুই) বৎসরে প্রস্তুতকৃত দ্রব্যাদি এবং ক্রয়কারী বা ব্যবসায়ী সংস্থাসমূহের নাম;

(জ) নিজস্ব জায়গায় স্থাপিত হইলে তাহার দলিল-পত্রাদি এবং ভাড়া জায়গায় হইলে অন্তত ৫ (পাঁচ) বৎসরের ভাড়া চুক্তিপত্র; এবং

(ঝ) বিধি দ্বারা নির্ধারিত অন্যান্য বিষয়াদি।

(৩) সাব-কন্ট্রাকটিং তালিকাভুক্তির সময় বিসিক সংশ্লিষ্ট কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প কর্তৃক উৎপাদিত যন্ত্র বা যন্ত্রাংশ বা পণ্যের বিনির্দেশ (specifications)সহ তালিকা এবং একই সাথে উক্ত যন্ত্র বা যন্ত্রাংশ বা পণ্য ব্যবহারকারী দেশীয় সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান, প্রকল্প বা ওয়ার্কসপের তালিকা প্রস্তুত, সংরক্ষণ, ওয়েব সাইটে প্রকাশ ও সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলির মাঝে প্রচারের ব্যবস্থা করিবে।

(৪) উপধারা (৩) এ উল্লিখিত যন্ত্র বা যন্ত্রাংশ বা পণ্য উৎপাদনকারী দেশীয় কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের তালিকা আইনের তপশিলে উল্লিখিত উক্ত যন্ত্র বা যন্ত্রাংশ বা পণ্য ব্যবহারকারী দেশীয় সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে সরবরাহ করিবে।

ড. এ, এফ, এম আমীর হোসেন
উপসচিব
শিল্প মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

৬। **প্রতিষ্ঠান কর্তৃক তালিকা**।-(১) আইনের তপশিলে উল্লিখিত প্রত্যেক মন্ত্রণালয়, বিভাগ, কর্পোরেশন, রাস্ট্রায়ত্ব শিল্প প্রতিষ্ঠান, প্রকল্প, ওয়ার্কসপ তাহাদের চাহিদা পূরণে সক্ষম সম্ভাবনাময় যন্ত্র বা যন্ত্রাংশ বা পণ্য তৈরির জন্য বিসিক কর্তৃক সাব-কন্ট্রাকটিং এর নিমিত্ত তালিকাভুক্ত কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের একটি তালিকা প্রণয়ন করিবে।

(২) উপধারা (২) এ উল্লিখিত তালিকা ০৩ (তিন) বৎসরের জন্য প্রণয়ন করা যাইবে।

৭। **ডেটাবেজ**।—বিসিক যন্ত্র বা যন্ত্রাংশ বা পণ্যের তালিকাসহ উহাদের উৎপাদনকারী কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প এবং ব্যবহারকারী দেশীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের তালিকা সম্বলিত ডেটাবেজ সংরক্ষণ করিবে।

৮। **সাব-কন্ট্রাক্টটিং বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া**।- (১) সাব-কন্ট্রাকটিং আইন, ২০২২, পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ২৪ নং আইন) এবং তদাধীনে প্রণীত পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮ এর অতিরিক্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

(২) বিসিক তালিকাভুক্ত কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিকে তাহাদের উৎপাদিত যন্ত্র বা যন্ত্রাংশ বাপণ্যের প্রকৃতি অনুযায়ী শ্রেণী বিন্যাস করিবে।

(৩) প্রয়োজনীয় যন্ত্র বা যন্ত্রাংশ বা পণ্যের যদি একাধিক প্রস্তুতকারী কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠান থাকে তবে তাহাদের মধ্যে সীমিত দরপত্র আহবান করিতে হইবে।

(৪) দরপত্রের জন্য কোন মূল্য এবং আর্নেস্ট মানির প্রয়োজন হইবে না।

(৫) দরপত্র সংগ্রহের জন্য সংবাদ পত্রে বিজ্ঞাপন দানেরও কোন প্রয়োজন হইবে না।

(৬) যদি পণ্যের বিনির্দেশ (স্পেসিফিকেশন) ঠিক থাকে তবে সর্বনিম্ন দরের ভিত্তিতে কার্যাদেশ দিতে হইবে।

(৭) যদি কোন দরপত্রে বিনির্দেশ (স্পেসিফিকেশন) ঠিক না থাকে তবে তাহা বাতিলযোগ্য হইবে এবং সেই ক্ষেত্রে অন্যান্য যাহাদের বিনির্দেশ (স্পেসিফিকেশন) ঠিক আছে তাহাদের মূল্যায়ন করিতে হইবে।

(৮) প্রয়োজনবোধে সংগ্রহকারী কর্তৃপক্ষ দর দাতাদের মধ্যে কার্যাদেশ ভাগ করিয়া দিতে পারিবে।

(৯) যদি একটি মাত্র দরপত্র দাতা শিল্প প্রতিষ্ঠান থাকে তবে সংগ্রহকারী প্রতিষ্ঠানের গঠিত টেন্ডার বা মূল্য নির্ধারণ কমিটি দর কষাকষির মাধ্যমে মূল্য নির্ধারণ করিবে। কোন যন্ত্র বা যন্ত্রাংশ বিদেশ হইতে সংগ্রহ করা হইলে সেই মূল্য বিবেচনার মধ্যে রাখিতে হইবে। পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে দর ঠিক করা যাইবে

(১০) কোন ক্ষেত্রে দর কষাকষির মাধ্যমে দর নির্ধারণ করা সম্ভব না হইলে তাহা পরবর্তী উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট পেশ করিতে হইবে। তাহাতেও মীমাংসা না হইলে বিষয়টি নিস্পত্তির জন্য বিসিক কর্তৃপক্ষের নিকট পেশ করিতে হইবে। বিসিকের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

(১১) কার্যাদেশটি সময়মত এবং স্বার্থকভাবে বাস্তবায়নের জন্য সংগ্রহকারী প্রতিষ্ঠানের সহিত সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানকে ৩০০(তিনশত) টাকা মূল্যের নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে চুক্তি স্বাক্ষর করিতে হইবে।

ড. এ, এফ, এম আমীর হোসেন
উপসচিব
শিল্প মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

(১২) সংগ্রহকারী সংস্থা নির্মিতব্য যন্ত্রপাতি বা যন্ত্রাংশ বা পণ্যের জন্য কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পগুলিকে কারিগরি জ্ঞান বিশেষ করিয়া বিস্তারিত বিনির্দেশ (স্পেসিফিকেশন), ড্রয়িং, ডিজাইন, কাঁচা মালের গুণগতমান, পণ্যের নমুনা ইত্যাদি সরবরাহ করিবে।

(১৩) সংগ্রহকারী কর্তৃপক্ষকে সকল ক্ষেত্রে যন্ত্রপাতি, যন্ত্রাংশ, পণ্য ইত্যাদি ক্রয়ের জন্য সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ক্রয় ক্ষমতার আর্থিক সীমা পালন করিতে হইবে।

(১৪) সরবরাহকৃত যন্ত্রপাতি, যন্ত্রাংশ, পণ্যের মান নির্ণয়ের জন্য প্রত্যেকটি সংগ্রহকারী সংস্থায় ৩ (তিন) সদস্য বিশিষ্ট মান-নির্ণয় কমিটি থাকিবে। কোয়ালিটি কন্ট্রোল বিভাগ বা শাখার প্রধান এই কমিটির প্রধান হইবে। যেখানে কোয়ালিটি কন্ট্রোল বিভাগ বা শাখা নাই সেখানে উৎপাদন বিভাগের প্রধান এই মান নির্ণয় কমিটির প্রধান হইবে।

(১৫) যদি মান-নির্ণয় কমিটি ও সরবরাহকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানের মধ্যে মতবিরোধ হয় তাহা হইলে সরবরাকৃত যন্ত্র বা যন্ত্রাংশ বা পণ্যের আন্তর্জাতিক মানের মান-নির্ণয় প্রতিষ্ঠান এসজিএস বা বুয়েট বা বিএসটিআই বা বিসিএসআইআর কর্তৃক নিরীক্ষিত হইবে এবং তাহাদের মতামতই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

(১৬) সংগ্রহকারী সংস্থা কর্তৃক সরবরাহকৃত যন্ত্র বা যন্ত্রাংশ বা পণ্যের মেটিরিয়্যাল রিসিভিং রিপোর্ট (এমআরআর) ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে জারি করিতে হইবে।

(১৭) মেটিরিয়্যাল রিসিভিং রিপোর্ট (এমআরআর) জারির ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে সরবরাহকৃত যন্ত্র বা যন্ত্রাংশ বা পণ্যের সম্পূর্ণ মূল্য পরিশোধ করিতে হইবে।

(১৮) সরবরাহকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান লিখিতভাবে জানাইলে কার্যাদেশের বিপরীতে ৫০% মূল্য অগ্রিম দেওয়া যাইবে।

(১৯) যেই ক্ষেত্রে কোন অগ্রিম দেওয়া হয় নাই, সেইক্ষেত্রে চলতি বিল দেওয়া যাইবে। তবে চলতি বিলের পরিমাণ সরবরাহকৃত যন্ত্র বা যন্ত্রাংশ বা পণ্যেরমূল্যের ৭৫% এর বেশী হইবে না। কার্যাদেশ প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনবোধে সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানগুলির কারখানায় পণ্য প্রস্তুতের পর্যায়ে পরিদর্শন করিতে এবং প্রয়োজনীয় কারিগরি সহায়তা বা কোন লিখিত নির্দেশনা প্রদান করিতে পারিবে।

(২০) বিসিক এ নিবন্ধনকৃত শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিকে কার্যাদেশ দিতে হইবে। কার্যাদেশের একটি অনুলিপি বিসিককে সরবরাহ করিতে হইবে।

(২১) কার্যাদেশকৃত যন্ত্র বা যন্ত্রাংশ বা পণ্যের সময়মত ও সঠিক মানের হইতেছে কিনা তাহা বিসিকের প্রকৌশলীবৃন্দ সার্বক্ষণিকভাবে তত্বাবধান করিবে।

(২২) কার্যাদেশপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান সঠিকমানের এবং সময়মত যন্ত্র বা যন্ত্রাংশ বা পণ্য সরবরাহ করিতে ব্যর্থ হইলে বিসিক সরবরাহকারীদের বিরুদ্ধে তালিকাভুক্তি বাতিল বা অন্য কোন যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

ড. এ, এফ, এম আমীর হোসেন
উপসচিব
শিল্প মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

(২৩) কার্যাদেশপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সংগ্রকারী বা ব্যবহারকারী প্রতিষ্ঠানকে এই মর্মে গ্যারান্টি দিতে হইবে যে, ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে সরবরাহকৃত কোন যন্ত্র বা যন্ত্রাংশ বা পণ্যত্রুটি পূর্ণ পাওয়া গেলে বিনামূল্যে তাহা পরিবর্তন বা মেরামত করিয়া দেওয়া হইবে।

(২৪) কার্যাদেশ এর বিপরীতে কোন নিরাপত্তা জামানত প্রয়োজন হইবে না।

৯। সাব-কন্ট্রাক্টিং তালিকাভুক্তি বাতিল।- নিম্নলিখিত কারণগুলির জন্য সাব-কন্ট্রাক্টিং তালিকাভুক্তি বাতিল করা যাইতে পারে:

(ক) কার্যাদেশকৃত যন্ত্র বা যন্ত্রাংশ বা পণ্য সরবরাহে অপারগতা; বা

(খ) পর পর ৩ (তিন) বার দরপত্রে অংশগ্রহণ না করা; বা

(গ) তালিকাভুক্ত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বাতিলকরণের লিখিত আবেদন; বা

(ঘ) সরকার বা বিসিক কর্তৃক তালিকাভুক্তি বাতিল করার বিশেষ কারণ।

১০। আমদানী বিকল্প যন্ত্রাংশ বা যন্ত্রপাতি সংগ্রহ।- (১) যে সমস্ত যন্ত্রাংশ বা যন্ত্রপাতি বর্তমানে উৎপাদনের জন্য দেশে কোন ব্যবস্থা নাই বা থাকিলেও ঐ সমস্ত যন্ত্রপাতি বা যন্ত্রাংশ বিদেশ হইতে আমদানী হয় কিন্তু তাহা দেশে উৎপাদন সম্ভব তাহা হইলে উহা উদ্ভাবন, উৎপাদন ও ক্রয় বা সংগ্রহের জন্য বিভিন্ন সরকারি কর্পোরেশন বা রাষ্ট্রায়ত্ব প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্প বা কারখানা কর্তৃক প্রযোজ্য পদ্ধতি নিম্নরুপ হইবে:

(ক) সংগ্রহকারী বা ব্যবহারকারী কর্তৃপক্ষ কোনো সম্ভাবনাময় প্রস্তুতকারী শিল্প কারখানার সহিত সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন করিবে। বিসিকও নির্দিষ্ট যন্ত্রপাতি বা যন্ত্রাংশের জন্য সম্ভাবনাময় প্রস্তুতকারী শিল্প কারখানার নাম সুপারিশসহ সংগ্রহকারী বা ব্যবহারকারী কর্তৃপক্ষের নিকট পাঠাইতে পারিবে;

(খ) সংগ্রহকারী বা ব্যবহারকারী কর্তৃপক্ষ প্রস্তুতকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানকে প্রয়োজনীয় বিস্তারিত বিনির্দেশ, ড্রয়িং,ডিজাইন,কাঁচামালের নমুনা ইত্যাদি সরবরাহ করিবে;

(গ) প্রয়োজনবোধে সংগ্রহকারী বা ব্যবহারকারী কর্তৃপক্ষ প্রস্তুতকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানকে উদ্ভাবন পর্যায়ে মান-নিয়ন্ত্রণে কারিগরি সহায়তা প্রদান করিবে;

(ঘ) প্রয়োজনবোধে ব্যবহারকারী বা সংগ্রহকারী সাব-কন্ট্রাকটিং শিল্পটিকে প্রয়োজনীয় ও সঠিক মানের কাঁচামাল সরবরাহ করিবে;

(ঙ) সাব কন্ট্রাকটিং শিল্প প্রতিষ্ঠান চাহিদা অনুযায়ী উক্তরূপ যন্ত্রাংশ উদ্ভাবন করিতে সক্ষম হইলে সংগ্রহকারী বা ব্যবহারকারী প্রতিষ্ঠান উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের সহিত ন্যূনপক্ষে ৩ (তিন) বৎসরের জন্য চুক্তি স্বাক্ষর করিবে;

(চ) সরবরাহকৃত যন্ত্র বা যন্ত্রাংশ বা পণ্যের মূল্য International Best Practice বা দর কষাকষির মাধ্যমে নির্ধারণ করিতে হইবে। আমদানী বিকল্প যন্ত্রপাতি বা যন্ত্রাংশের জন্য এই মূল্য সিএন্ডএফসি দরের ১৫% উর্ধ্ব পর্যন্ত হইতে পারিবে; এবং

ড. এ, এফ, এম আমীর হোসেন
উপসচিব
শিল্প মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

(ছ) দর কষাকষি এবং ক্রয় বা সংগ্রহের ক্ষেত্রে আইনের ধারা-৮ এর উপধারা (১০) এবং উপধারা (১৩) হইতে (২৪) এর বিধানাবলী প্রযোজ্য হইবে।

১১। বৃহৎ শিল্প হইতে যন্ত্রাংশ বা যন্ত্রপাতি সংগ্রহ।- সাব-কন্ট্রাকটিং তালিকাভুক্ত কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প কারখানাসমূহ তাহাদের কারখানায় ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি বা যন্ত্রাংশ সরকারি খাতের বৃহৎশিল্প প্রতিষ্ঠান বা কারখানা হইতে চুক্তির মাধ্যমে প্রস্তুত করিতে পারিবে।

১২। সাব-কন্ট্রাক্টিং বাস্তবায়ন মনিটরিং কমিটি।- (১) সাব-কন্ট্রাকটিং প্রক্রিয়া বাস্তবায়নের জন্য সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, শিল্প মন্ত্রণালয়ের একজন অতিরিক্ত সচিবের নেতৃত্বে মনিটরিং কমিটি গঠন করিবে। কমিটিতে বাণিজ্য ও শিল্প সংগঠনের প্রতিনিধিসহ সংশ্লিষ্ট সরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা অন্তর্ভুক্ত হইবেন। বিসিকের একজন কর্মকর্তা কমিটির সদস্য-সচিব হইবেন।

(২) কমিটি সাব-কন্ট্রাকটিং বাস্তবায়নের অগ্রগতির প্রতিবেদন প্রতিমাসে সরকারের নিকট পেশ করিবে। কমিটির বিস্তারিত কর্ম প্রক্রিয়া বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

১৩। বিরোধ নিস্পত্তি।-(১) সংগ্রহকারী বা ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠানের সহিত সরবরাহকারী কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের যন্ত্রপাতি বা যন্ত্রাংশ বা পণ্যের সরবরাহের ক্ষেত্রে কোনো মত বিরোধ সৃষ্টি হইলে সংগ্রহকারী সংস্থা বা কর্পোরেশনের প্রধান বা পরিচালক পর্যায়ের প্রতিনিধি আপোষ-মীমাংসা করিবে।

(২) পক্ষদ্বয় নিজেরা আপোষ মীমাংসায় ব্যর্থ হইলে বিসিক চেয়ারম্যান বরাবর মীমাংসার জন্য আবেদন জানাইবে। আবেদন প্রাপ্তির ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে তিনি উহা নিস্পত্তি করিবেন।

তবে শর্ত থাকে যে, অনুরূপ বিধি প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত প্রশাসনিক আদেশের দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে উহা নিস্পত্তি করিবেন।

(৩) সংক্ষুব্ধ পক্ষ বিসিক চেয়ারম্যান কর্তৃক এই আইনের আওতায় যেকোন আদেশ প্রাপ্তির ৩ (তিন) কার্যদিবসের মধ্যে শিল্প মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর আপীল দায়ের করিতে পারিবে। আপীল আবেদন প্রাপ্তির ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে তিনি স্বয়ং উহা নিস্পত্তি করিবেন বা তাঁর অধীন অতিরিক্ত সচিব পর্যায়ের কোনো কর্মকর্তাকে নিস্পত্তির জন্য দায়িত্ব অর্পণ করিবেন। তাঁহার আদেশ চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

১৪। আইন অমান্যের ক্ষেত্রে শাস্তি।- (১) সাব-কন্ট্রাকটিং ও আন্তঃসংযোগ সম্পর্কিত এই আইন তপশিলভুক্ত সকল প্রতিষ্ঠানে আবশ্যিকভাবে বাস্তবায়ন করিতে হইবে।

(২) তপশিলভুক্ত কোন প্রতিষ্ঠানের কোনো কর্মকর্তা বা কর্মচারীর অবহেলা বা উদ্দেশ্যমূলক কর্মকাণ্ডের কারণে আইনের বিধান লংঘিত হইলে তাহার বা তাহাদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

১৫। অপরাধের ক্ষেত্রে দণ্ড।-(১) এই আইনের আওতায় যদি সরবরাহকারী কোন কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠান ধারা-৩ এর ব্যাখ্যায় প্রদত্ত শর্তের আওতায় যন্ত্র বা যন্ত্রাংশ বা পণ্য প্রস্তুত না করিয়া বা বিদেশ হইতে উহা আমদানী করিয়া প্রতারণার মাধ্যমে নিজের উৎপাদিত যন্ত্র বা যন্ত্রাংশ বা পণ্য বলিয়া সরবরাহ করেন তাহা হইলে উক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিক, ম্যানেজারসহ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ দায়ী হইবেন এবং তজ্জন্য তিনি বা

ড. এ, এফ, এম আমীর হোসেন
উপসচিব
শিল্প মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

তাহারা দুই বৎসর পর্যন্ত যে কোন বর্ণনার কারাদন্ড বা পাঁচলক্ষ টাকা পর্যন্ত জরিমানা বা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

(২) উপধারা (১) এ উল্লিখিত দণ্ড ব্যতীত কর্তৃপক্ষ উক্ত কারখানা বন্ধসহ আইনানুগ অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

১৬। ফৌজদারি কার্যবিধির প্রয়োগ।-এই আইনের বিধানাবলি সাপেক্ষে, এই আইনে বর্ণিত যে-কোন অপরাধের তদন্ত, অভিযোগ দায়ের, বিচার, আপিলসহ সংশ্লিষ্ট সকল বিষয়ে Code of Criminal Procedure, 1898 (Act V of 1898) প্রযোজ্য হইবে।

১৭। মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯ এর প্রয়োগ।-আপাতত বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৫৯ নং আইন) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, এই আইনের অধীন সংঘটিত অপরাধের ক্ষেত্রে, মোবাইল কোর্ট দণ্ড আরোপ করিতে পারিবে।

১৮। অপরাধ বিচারার্থে গ্রহণ।- চেয়ারম্যান বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো কর্মকর্তা বা কর্মচারীর লিখিত অভিযোগ ব্যতীত কোন আদালত এই আইনের অধীনকৃত কোন অপরাধ বিচারার্থে গ্রহণ করিবে না।

১৯। বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা।- এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

২০। অস্পষ্টতা দূরীকরণ।- এই আইনের বিধানাবলি কার্যকর করিবার ক্ষেত্রে কোনো অস্পষ্টতা দেখা দিলে সরকার উক্তরূপ অস্পষ্টতা দুরীকরণার্থে, সরকারি গেজেটে প্রকাশিত আদেশ দ্বারা, প্রয়োজনীয় যে-কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

২১। ইংরেজিতে অনূদিত পাঠ প্রকাশ।- এই আইন প্রবর্তনের পর সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের ইংরেজিতে অনূদিত একটি পাঠ প্রকাশ করিবে, যাহা এই আইনের অনূদিত ইংরেজি পাঠ (Authentic English Text) নামে অভিহিত হইবে।

তবে শর্ত থাকে যে, বাংলা পাঠ ও ইংরেজি পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠই প্রাধান্য পাইবে।

খসড়া

তপশিল

[ধারা ৪ দ্রষ্টব্য]

১। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

২। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

৩। রেলপথ মন্ত্রণালয়

৪। সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ; সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়

৫। সেতু বিভাগ; সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়

৬। গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়

৭। কৃষি মন্ত্রণালয়

৮। জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ; বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়

৯। বিদ্যুৎ বিভাগ; বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়

১০। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

১১। ডাকও টেলিযোগাযোগ বিভাগ; ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

১২। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ; ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

১৩। স্থানীয় সরকার বিভাগ; স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

১৪। পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ; স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

১৫। বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়

১৬। তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়

১৭। খাদ্য মন্ত্রণালয়

১৮। নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়

১৯। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়

২০। প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

২১। শিল্প মন্ত্রণালয়

২২। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

২৩। যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়

২৪। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

ড. এ. এফ. এম আমীর হোসেন
উপসচিব
শিল্প মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

খসড়া

২৫। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

২৬। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

২৭। স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ; স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

২৮। স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ; স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

২৯। প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়

৩০। ভূমি মন্ত্রণালয়

৩১। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ; শিক্ষা মন্ত্রণালয়

৩২। কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ; শিক্ষা মন্ত্রণালয়

৩৩। বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়

৩৪। পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

৩৫। সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়

৩৬। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

৩৭। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়

৩৮। সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

৩৯। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়

৪০। বাংলাদেশ স্কাউটস

৪১। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

৪২। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, যশোর

৪৩। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, কুমিল্লা

৪৪। মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, দিনাজপুর

৪৫। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, রাজশাহী

৪৬। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, বরিশাল

৪৭। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড, চট্টগ্রাম

৪৮। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড, সিলেট

৪৯। বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো (ব্যানবেইস)

৫০। উচ্চশিক্ষা মানোন্নয়ন প্রকল্প

৫১। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর

ড. এ. এফ. এম আমীর হোসেন
উপসচিব
শিল্প মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

৫২। জাতীয় পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

৫৩। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন

৫৪। জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি

৫৫। শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর

৫৬। কারিগরী শিক্ষা অধিদপ্তর

৫৭। মাদরাসা শিক্ষা অধিদপ্তর

৫৮। বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড

৫৯। বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড

৬০। জাতীয় কম্পিউটার প্রশিক্ষণ ও গবেষণা একাডেমি

৬১। বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট

৬২। গণপূর্ত অধিদপ্তর

৬৩। স্থাপত্য অধিদপ্তর

৬৪। নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর

৬৫। কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ

৬৬। জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ

৬৭। রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক)

৬৮। চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ

৬৯। রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ

৭০। খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ

৭১। হাউজিং এন্ড বিল্ডিং রিসার্চ ইনষ্টিটিউট

৭২। মুদ্রণ ও প্রকাশনা অধিদপ্তর

৭৩। সরকারী যানবাহন অধিদপ্তর

৭৪। সরকারি কর্মচারী হাসপাতাল

৭৫। ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর

৭৬। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড

৭৭। পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ

৭৮। বান্দরবন পার্বত্য জেলা পরিষদ

ড. এ, এফ, এম আমীর হোসেন
উপসচিব
শিল্প মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

৭৯। রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ

৮০। উপজাতীয় শরণার্থী বিষয়ক টাস্কফোর্স

৮১। খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ

৮২। বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড

৮৩। বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ

৮৪। বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন

৮৫। বাংলাদেশ বিমান

৮৬। জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন

৮৭। সমাজসেবা অধিদপ্তর

৮৮। বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)

৮৯। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর

৯০। বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট

৯১। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট

৯২। বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিজেআরআই)

৯৩। বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট

৯৪। বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ

৯৫। তুলা উন্নয়ন বোর্ড

৯৬। মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট

৯৭। কৃষি বিপণন অধিদপ্তর

৯৮। বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি ও মানব সম্পদ উন্নয়ন বোর্ড

৯৯। স্বাস্থ্য অধিদপ্তর

১০০। স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর

১০১। নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর

১০২। ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর

১০৩। আন্তর্জাতিক উদরাময় রোগ গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ

১০৪। ট্রান্সপোর্ট এন্ড ইকুইপমেন্ট মেইনটেনেন্স অর্গানাইজেশন (টেমো)

১০৫। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়

ড. এ. এফ. এম আমীর হোসেন
উপসচিব
শিল্প মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

খসড়া

১০৬। ঢাকা মেডিকেল কলেজ

১০৭। স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ

১০৮। ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ

১০৯। শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ

১১০। চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ

১১১। শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ

১১২। সিলেট এম.এ.জি ওসমানী মেডিকেল কলেজ

১১৩। রাজশাহী মেডিকেল কলেজ

১১৪। রংপুর মেডিকেল কলেজ

১১৫। খুলনা মেডিকেল কলেজ

১১৬। শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ

১১৭। এম আব্দুর রহিম মেডিকেল কলেজ, দিনাজপুর

১১৮। কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ

১১৯। কক্সবাজার মেডিকেল কলেজ

১২০। পাবনা মেডিকেল কলেজ

১২১। ঢাকা ডেন্টাল কলেজ

১২২। পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর

১২৩। জাতীয় জনসংখ্যা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (নিপোর্ট)

১২৪। মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর

১২৫। জাতীয় মহিলা সংস্থা

১২৬। বাংলাদেশ শিশু একাডেমি

১২৭। জয়িতা ফাউন্ডেশন

১২৮। বাংলাদেশ জুট কর্পোরেশন

১২৯। বস্ত্র পরিদপ্তর

১৩০। বাংলাদেশ পাটকল করপোরেশন

১৩১। বস্ত্র অধিদপ্তর

১৩২। বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড

ড. এ, এফ, এম আমীর হোসেন
উপসচিব
শিল্প মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১৩৩। বাংলাদেশ বস্ত্র কারখানা কর্পোরেশন

১৩৪। বাংলাদেশ রেশম গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট

১৩৫। বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড

১৩৬। পাট অধিদপ্তর

১৩৭। টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (এসআরইডিএ)

১৩৮। ডেসকো

১৩৯। ঢাকা বিদ্যুৎ বিতরণ কোম্পানি লিমিটেড

১৪০। আশুগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন কোম্পানী লি.

১৪১। ইলেক্ট্রিসিটি জেনারেশন কোম্পানি অব বাংলাদেশ লিঃ

১৪২। ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লি.

১৪৩। বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড

১৪৪। রুরাল পাওয়ার কোম্পানী লিমিটেড

১৪৫। নর্থ-ওয়েস্ট পাওয়ার কোম্পানী লিমিটেড

১৪৬। পাওয়ার সেল

১৪৭। পাওয়ার গ্রিড কোম্পানি অব বাংলাদেশ লিঃ

১৪৮। বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড

১৪৯। বাংলাদেশ জ্বালানি ও বিদ্যুৎ গবেষণা কাউন্সিল (ইপিআরসি)

১৫০। কোল পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানী বাংলাদেশ লিমিটেড (সিপিজিসিবিএল)

১৫১। তিতাস গ্যাস

১৫২। বাখরাবাদ গ্যাস

১৫৩। জালালাবাদ গ্যাস

১৫৪। ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন

১৫৫। নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন

১৫৬। পানি সরবরাহ ও পয়:নিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ

১৫৭। সিলেট সিটি কর্পোরেশন

১৫৮। রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন

১৫৯। স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

ড. এ, এফ, এম আমীর হোসেন
উপসচিব
শিল্প মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

খসড়া

১৬০। জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর

১৬১। জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউট

১৬২। ঢাকা ওয়াসা

১৬৩। চট্টগ্রাম ওয়াসা

১৬৪। খুলনা ওয়াসা

১৬৫। ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন

১৬৬। চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

১৬৭। খুলনা সিটি কর্পোরেশন

১৬৮। সমবায় অধিদপ্তর

১৬৯। বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি)

১৭০। বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড), কুমিল্লা

১৭১। পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (আরডিএ) বগুড়া

১৭২। বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বাপার্ড)

১৭৩। বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিমিটেড (মিল্কভিটা)

১৭৪। বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিমিটেড

১৭৫। ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন (এসএফডিএফ)

১৭৬। পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন(পিডিবিএফ)

১৭৭। বাংলাদেশ জাতীয় পল্লী উন্নয়ন সমবায় ফেডারেশন

১৭৮। বাংলাদেশ চা গবেষণা ইনস্টিটিউট

১৭৯। ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (টিসিবি)

১৮০। বাংলাদেশ রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুরো

১৮১। বাংলাদেশ চা বোর্ড

১৮২। ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড (ডিএমটিসিএল)

১৮৩। ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ

১৮৪। সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর

১৮৫। বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন

১৮৬। বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ

ড. এ, এফ, এম আমীর হোসেন
উপসচিব
শিল্প মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

খসড়া

১৮৭। বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ

১৮৮। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি

১৮৯। বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন

১৯০। বাংলাদেশ অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরিজ

১৯১। বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর

১৯২। প্রতিরক্ষা ক্রয় মহা-পরিদপ্তর

১৯৩। বাংলাদেশ মহাকাশ গবেষণা ও দূর অনুধাবন সংস্থা

১৯৪। মিলিটারি ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি

১৯৫। বাংলাদেশ জরিপ অধিদপ্তর

১৯৬। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর

১৯৭। ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি)

১৯৮। বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট

১৯৯। বন অধিদপ্তর

২০০। পরিবেশ অধিদপ্তর

২০১। বাংলাদেশ বন গবেষণা ইন্সটিটিউট (বিএফআরআই)

২০২। বাংলাদেশ বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন

২০৩। বাংলাদেশ ন্যাশনাল হারবেরিয়াম

২০৪। ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড

২০৫। জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো

২০৬। বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএলআরআই)

২০৭। মেরিন ফিসারিজ একাডেমি

২০৮। বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন

২০৯। মৎস্য অধিদপ্তর

২১০। বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট

২১১। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর

২১২। খাদ্য অধিদপ্তর

২১৩। আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল

ড. এ. এফ. এম আমীর হোসেন
উপসচিব
শিল্প মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

খসড়া

২১৪। বাংলাদেশ পুলিশ

২১৫। ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ

২১৬। বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ

২১৭। বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী

২১৮। বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড

২১৯। রাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন

২২০। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর

২২১। কারা অধিদপ্তর

২২২। বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর

২২৩।বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর

২২৪। চিটাগাং ড্রাই ডক লিমিটেড

২২৫। পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর

২২৬। ডিএপি ফার্টিলাইজার কোম্পানী লিমিটেড (ডিএপিএফসিএল)

২২৭। প্রধান বয়লার পরিদর্শকের কার্যালয়

২২৮।বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন

২২৯। বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল কর্পোরেশন

২৩০।বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন

২৩১। বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউশন

২৩২।বাংলাদেশ শিল্প কারিগরি সহায়তা কেন্দ্র (বিটাক)

২৩৩।বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশন

২৩৪। কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

২৩৫।শ্রম অধিদপ্তর

২৩৬।বাংলাদেশ স্যাটেলাইট

২৩৭। বাংলাদেশ টেলি কমিউনিকেশনস কোম্পানি লিমিটেড

২৩৮।বাংলাদেশ টেলি কমিউনিকেশনস রেগুলেটারি কমিশন

২৩৯।ডাক অধিদপ্তর

২৪০। বাংলাদেশ ক্যাবল শিল্প লিমিটেড

ড. এ, এফ, এম আমীর হোসেন
উপসচিব
শিল্প মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

খসড়া

২৪১। টেলিফোন শিল্প সংস্থা লিঃ

২৪২। বাংলাদেশ সাবমেরিন ক্যাবল কোম্পানি

২৪৩। টেলিটক বাংলাদেশ

২৪৪। টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর

২৪৫। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর

২৪৬। বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ

২৪৭। একসেস টু ইনফরমেশন (এটুআই) প্রকল্প

২৪৮। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

২৪৯। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো

২৫০। জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি

২৫১। বাংলাদেশ রেলওয়ে

২৫২। বাংলাদেশ মেরিন একাডেমি

২৫৩। বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ

২৫৪। বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্পোরেশন

২৫৫। শিপিং অধিদপ্তর

২৫৬। চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ

২৫৭। মংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ

২৫৮। ন্যাশনাল মেরিটাইম ইনস্টিটিউট

২৫৯। বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ (বিসিএসআইআর)

২৬০। বঙ্গবন্ধু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ফেলোশিপ ট্রাস্ট

২৬১। বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর

২৬২। সেন্টার ফর এনভায়রনমেন্টাল এন্ড জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সার্ভিসেস

২৬৩। পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (ওয়ারপো)

২৬৪। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

২৬৫। বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

২৬৬। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর

২৬৭। ক্রীড়া পরিদপ্তর

ড. এ, এফ, এম আমীর হোসেন
উপসচিব
শিল্প মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

খসড়া

২৬৮। জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ

২৬৯। তথ্য অধিদপ্তর (পিআইডি)

২৭০। গণযোগাযোগ অধিদপ্তর

২৭১। বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশন

২৭২। বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ

২৭৩। বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা

২৭৪। বাংলাদেশ টেলিভিশন

২৭৫। বাংলাদেশ বেতার

২৭৬। বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর

২৭৭। তথ্য কমিশন

২৭৮। বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশন

২৭৯। বাংলাদেশ কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল

২৮০। বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন

২৮১। সোনালী ব্যাংক লিমিটেড

২৮২। অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড

২৮৩। রূপালী ব্যাংক লিমিটেড

২৮৪। জনতা ব্যাংক লিমিটেড

২৮৫। রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক

২৮৬। সাধারন বীমা কর্পোরেশন

২৮৭। জীবন বীমা কর্পোরেশন

২৮৮। বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক

২৮৯। বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক

২৯০। দি সিকিউরিটি প্রিন্টিং করপোরেশন (বাংলাদেশ) লিঃ

২৯১। বাংলাদেশ ব্যাংক

ড. এ, এফ, এম আমীর হোসেন
উপসচিব
শিল্প মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার